আমার প্রিয় কবি: কাজী নজরুল ইসলাম

[ রা. অ. '০১ ; চ. অ. '৯৬ ; কু. অ. '৯৬ ; রা. অ. '০২ , '৯৫ ; খু. অ. '৯৪ ; ম. অ. ২০০০ ]

ভূমিকা: আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম দেশে-বিদেশে বিদ্রোহী কবি, বুলবুল কবি ও কথমী গানের কবি বলে পরিচিত। তার কাব্যে পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানব মর্যাদা ও সৌন্দর্যচেতনা সমন্বিত হয়েছে।

জন্ম: কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে (১১ই জৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুলিয়া গ্রামের কাজী পরিবারের জন্মগোম্য করেন।

কেন তিনি আমার প্রিয়: নজরুল ইসলামের ‘অগ্নিবীণা’ আমাকে মুখ্য ও আকর্ষণ করে। ‘বল বীর চির উন্মত মম শির’—
একথা বলেই তার ‘বিদ্রোহী’ নামক প্রসিদ্ধ কবিতা আরম্ভ। এ কথা কয়েকটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে পাঠক ও গ্রন্থারো মাত্র মস্তি খান অন্য জগতে নিতে হয়। আবার দুনিয়ায় অবিচার ও জুলুমবাজির প্রভাব চলে। মানুষের পরাধীনতা ও গোলামীর জিজ্ঞাসার আজ ছিন্ন হয়নি। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মক্ষেত্রের অবিচার-অনাচার আজ অকার্যকরণের হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদ অন্যায় ও আত্মপ্রকাশের সজ্জায় মানুষের মুখে চীড়ে আছে। মজলিম মানুষের লোনা আসুন্দে আজ আকাশ-বাতাস আবিভূত হয়ে ওঠেছে। তার বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ না করে থাকতে পারে না। যতদিন পৃথিবীর মুখ হতে পাপ-তাপ দূর না হবে, ততদিন কেন সমাজ-সচেতন মানুষ শান্ত হতে পারে না। তাই কবির সাথে কঠিন মিলিতে আমাকেও বলতে ইচ্ছা হয়—

যেদিন উপনিষদের রূপোল আকাশে-বাতাসে ধরিবে না,
অত্যাচারীর খড় বুঝ তীম রুন ভূমে রনিবে না—
বিদ্রোহী রুন ক্রম
আমি সেই দিন হব শান্ত।

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের সূত্র তার প্রথম দিকের কাব্য রচনার প্রায় সবগুলোতেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর ‘অগ্নিবীণা’, ‘ভাঙ্গার গান’ প্রথম গ্রন্থের পরিচয় পায়। আগুনের মত উজ্জ্বল ও প্রজ্বল এসব বইয়ের কবিতাগুলোতে তাঁর সাথে ভাবার সাংগঠনিক ও মিল অনবদ্য।

মানুষের কবি: নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় আশ্রয় আকাশে আকাশক্রমে কবির ও গানে রূপ দান করেছেন। তাঁর রচিত দেশাতত্ত্বের গৌরব ও কথমী গান আজ ভারত উপমহাদেশের মানুষের মুখে মুখে, সভায় সভায়, আসরে আসরে গীত হয়।

ইসলামী ভাবধারা: নজরুল ইসলামের আর একটি বড় দর্শন হল এই যে, তিনি ইসলামী ভাবধারাকে তাঁর কাব্য প্রথম সূত্রভাবে রূপ দান করেছেন। তাঁর ‘জিজ্ঞসা’—এর বিভিন্ন কবিতায় এর অনবদ্য পরিচয় মিলে। তাঁর রচিত গজলও ইসলামী ভাবধারার সূত্র প্রয়োগ দেখেতে পাই। এসব কারণেই নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় পাঠকদের মন জয় করেছেন। আর এজন্যই তাঁর কবিতা আমার এত ভাল লাগে।

মৃত্যু: ইংরেজি ১৯৪৫ সালের দিকে কবি কঠিন ব্যাধিতে আকাশত হন। ১৯৭২ সালে কবির পশ্চিমবঙ্গের কথমী ভাষায় তার প্রসিদ্ধি করেছেন। সাহিত্য এবং নাট্যের পথে তাঁর রচিত কবিতা ও গ্রন্থ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।}

উপসংহার: কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় শিক্ষা, সাহেব এবং চরিত্রের বাস্তব প্রতিমূর্তি। আমাদের জাতীয় সমাজ্ঞাতিতে তাঁর বহু অবদান রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তার নামে ঢাকায় নজরুল ইনস্টিটিউট স্থাপন হয়েছে। আমাদের উচিত তাঁকে শুভ্রাক্তি সম্মান করা।